লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর শর্তাবলী

আমরা যে কালেমাটি মুখে উচ্চারণ করে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে সমবেত হয়েছি, সে কালেমার এমন কিছু শর্তাবলী আছে, যা একত্রে আমাদের মধ্যে বর্তমান হলে এবং একটি শর্তেরও বিরোধিতা না করে এসবগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারলে প্রকৃত মুমিন বলে পরিগণিত হবো। নিম্নে সে শর্তাবলী সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা হলো,

১। **ইলম, (জ্ঞান)ঃ** কালেমার ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থ এবং তার অবিচ্ছেদ্য অংশের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বান্দা যখন মহান প্রভুকে এক ও একক মা'বুদ বলে জানবে, তিনি ব্যতিরেকে অন্য যে কোন সত্তার এবাদত করাকে ভ্রান্তি বলে বিশ্বাস করবে, এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করবে, সেই প্রকৃতার্থে কালেমার মর্ম ও তাৎপর্যের খাঁটি জ্ঞানী বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)) محمد ١٩

অর্থাৎ, "হে নবী! জেনে রেখো! আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই"। (৪৭ঃ ১৯) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(من مات وهو يعلم أنه لاإله إلا الله دخل الجنة) مسلم

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই-এর জ্ঞান রেখেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসলিম)

২। **দৃঢ় বিশ্বাসঃ** এ কালেমার মৌখিক স্বীকৃতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচল প্রত্যয় সহকারে দিতে হবে যাতে থাকবে অন্তরের প্রশান্তি। জ্বিন ও মানব শয়তানদের বপন করা কোন প্রকারের সন্দেহের বীজ সেখানে থাকবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا)) الحجرات ١٥

অর্থাৎ, "প্রকৃত পক্ষে মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করে না"। (৪৯ঃ ১৫) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

(أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ) مسلم

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে কোন বান্দা এ দু'টি বাক্যের সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসলিম)

৩। **গ্রহণঃ** এ কালেমার প্রত্যেকটি দাবীকে মুখে ও অন্তরে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। অতএব অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ঘটনাবলী যার উল্লেখ কুরআন ও হাদীসে এসেছে, তা বিশ্বাস করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে যা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনতঃ প্রত্যেকটিকে গ্রহণ করে নিতে হবে। কোন কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

((آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ)) البقرة ٢٨٥

অর্থাৎ, "রাসূল সেই হেদায়াতকেই বিশ্বাস করেছেন, যা তাঁর পরোয়ারদিগারের নিকট হতে তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা এই রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছে তারাও সেই হেদায়েতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে। সকলেই আল্লাহ, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের

কথা এই, আমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে"। (২ঃ ২৮৫)

শরীয়তের কোন বিধান বা তার নির্ধারিত শাস্তি ও দন্ডবিধির উপর আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করা, বা তা প্রত্যাখ্যান করা ঈমানের সমস্ত দাবীকে গ্রহণ না করারই শামিল। যেমন কেউ কেউ চুরি ও ব্যভিচারের দন্ডবিধি, বহুবিবাহ প্রথা ও উত্তরাধিকার বিধি-বিধান প্রভীতির উপর চরম ধৃষ্টতার সাথে তথাকথিত অসার অভিযোগ খাড়া করে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)) الأحزاب ٣٦

অর্থাৎ,"কোন মুমিন পুরষ ও কোন মুমিন স্ত্রীলোকের এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন, তখন সে নিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোন ফয়সালা করবার ইখতিয়ার রাখবে"। (৩৩ঃ ৩৬)

৪। **আনুগত্যঃ** এর অর্থ, মেনে নেওয়া ও আনুগত্য করা। অর্থাৎ, কালেমা যে সমস্ত বিষয়কে আরোপ করে, তা মেনে চলা। আনুগত্য ও গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, গ্রহণ হলো কালেমার ব্যাপক অর্থের বিশুদ্ধতার মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া। আর আনুগত্য হলো, কর্মের মাধ্যমে তার অনুসরণ করা । তাই কেউ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ বুঝলো, এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং মৌখিক স্বীকৃতিও দিলো, কিন্তু সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না, করলো না আনুগত্য ও অনুসরণ, এমতাবস্থায় তার সেই জ্ঞান, বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি তার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

((وَأَنِيْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ)) الزمر ٥٤

অর্থাৎ, "ফিরে এসো তোমাদের রবের দিকে এবং অনুগত হও তাঁর"। (৩৯ঃ ৫৪) আল্লাহ পাক আরো বলেন,

((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّاَ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً)) النساء ٦٥

অর্থাৎ, "হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কিছুতে মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে নেবে। অতঃপর তুমি যাই ফায়সালা করবে, তারা নিজেদের মনে তৎসম্পর্কে কোন কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে"। (৪ঃ ৬৫)

৫। **সত্যনিষ্ঠাঃ** সে নিজের ঈমান ও মৌখিক ধর্ম বিশ্বাসে সত্যবাদী হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ)) التوبة ١١٩

অর্থাৎ,"হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সংগী হও"। (৯ঃ ১১৯) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة) رواه أحمد

অর্থাৎ,"যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্যনিষ্ঠা সহকারে "লা-ইলাহা ইল্লাহ"বললো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসনাদে আহমদ) কেউ যদি এ কালেমাটির মৌখিক স্বীকৃতি দেয় আর অন্তরে তার দাবীকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করে, তাহলে তার মৌখিক স্বীকৃতি তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। বরং সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত বিষয়কে বা তার কোন কিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সত্যনিষ্ঠার পরিপন্থী বস্তু। কেননা, আল্লাহতা'য়ালা নিজের আনুগত্যের নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে রাসূলের আনুগত্য ও তাঁর সত্যায়ন করাকে সংযুক্ত করেছেন। যেমন, তিনি বলেন,

((قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ)) النور ٥٤

অর্থাৎ, " বলো, আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের অনুসরণকারী হও"। (২৪ঃ ৫৪)

৬। **ইখলাসঃ** বান্দা নিয়ত তথা সংকল্পকে শির্কের সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রেখে স্বীয় আমলকে স্বচ্ছ রাখবে। সুতরাং তার সমস্ত কাজ ও কথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্তে হবে। তাতে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য, বা খ্যাতি অর্জনের অভিলাষ, অথবা কোন লাভের আকাঙ্কা, কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধ করার সাধ, অথবা প্রকাশ্য বা গোপনীয় কোন প্রবৃত্তির সিদ্ধি, আল্লাহর হেদায়েতকে উপেক্ষা করে কোন ব্যক্তি, মযহাব বা দলের অত্যধিক ভালবাসার বশবতী হয়ে আমল করার প্রবণতা থাকতে পারে না।বরঞ্চ সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্ট বিধান এবং পারলৌকিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হতে হবে। কোন মানুষের বিনিময় প্রদান বা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

((أَلاَ للهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ)) الزمر ٣

অর্থাৎ,"সাবধান! বিশুদ্ধ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই হক"। (৩৯ঃ ৩) আল্লাহ আরো বলেন,

((وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ)) البينة ٥

অর্থাৎ, "আর তাদেরকে এটা ব্যতীত কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর এবাদত করবে, নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালিস করবে"। (৯৮ঃ ৫) বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইতবান (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)

অর্থাৎ,"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলল, আল্লাহ তাকে দোযখের উপর হারাম করে দেন"।

৭। **ভালবাসাঃ** এ মহান কালেমা ও তার দাবীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা থাকতে হবে। ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসবে এবং এ ভালবাসাকে পৃথিবীর সকল ভালবাসার উপর প্রাধান্য দিবে। ভালবাসার শর্তসমূহ ও করণীয় বিষয়গুলো পালন করবে। তাই আল্লাহকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভীতি ও আশা সহকারে ভালবাসবে। স্থান, সময়-কাল, ব্যক্তিবর্গ এবং কথা ও কর্মের মধ্যে আল্লাহ যা ভালবাসেন, তা তাকেও ভালবাসতে হবে। যেমন মক্কা, মদীনা ও সমূহ মসজিদ। সময় ও কালের মধ্যে যেমন, রমযান ও জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যেমন, নবী, শহীদ ও সৎলোকগণ। কাজ-কর্মের মধ্যে যেমন, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। কথার মধ্যে যেমন, যিক্‌র, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। এটাও ভালবাসার পরিচয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় বস্তুগুলি সক্ষীয় প্রিয় বস্তু ও ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দিবে। আল্লাহ তা'য়ালা যা অপছন্দ করেন, যেমন কাফের, কুফরী ও পাপাচার ইত্যাদি, তা মনে প্রাণে ঘীণা করাও উক্ত ভালবাসার পরিচয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلاَيَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ)) المائدة ٥٤

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায়, আল্লাহ আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের নিকট প্রিয়, যারা মুমিনদের প্রতি নম্র-বিনয়ী হবে এবং কাফেদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবে না"। (৫ঃ ৫৪)